আমিরজান বেওয়া

শেরপুর জেলার একটি থানার নাম নালিতাবাড়ী। এই থানার অধীন কালাকুমা গ্রামের বাসিন্দা আমিরজান বেওয়া। ১৯৭১ সালে স্বধীনতা যুদ্ধে আমিরজান বেওয়ার স্বামী আব্বাস আলী সরকার, পুত্র ইদ্রিস আলী, দুই কন্যা ফিরোজা খাতুন ও রাশেদা খাতুন এবং দেবর কলিমউদ্দিন নির্মমভাবে নিহত হন।

আমিরজান এখন আমিরজান বেওয়া নামে পরিচিত। বেওয়া শব্দটির অর্থ বিধবা। গ্রামে বসবাস করছেন সাধারণভাবে। অনাহারে দিনাতিপাত করছেন। অল্প কিছু জমি জায়গা আছে ছেলেরা তা চাষ করে। আজ পর্যন্ত কোনো সরকারী অনুদান বা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের রাষ্টীয় সম্মানী ভাতা পান নি। ১৯৭২, ১৯৮৪ এবং ১৯৯৫ সালে রাষ্টীয় ভাতার জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট্রের কাছে আবেদন করেছিলেন, কিন্তু কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি সরকারের পক্ষ থেকে।

আমিরজানের ছেলে ইদ্রিস আলী একাত্তরের আগস্ট মাসে ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট থানার তেলিখঅলি বিডিআর ক্যাম্পে গেরিলা আক্রমণের সময় শহীদ হন। স্বামী এবং অন্যান্য সন্তানরা মারা যায় আরও বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে। আমিরজানের পরিবার অন্য অনেকের সাথে ভোগাই নদী পার হয়ে ভারতীয় সীমান্তের দিকে যাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তেলিখালি ক্যাম্প থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা এসে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করতে থাকে। গুলিবর্ষণের সময় আমিরজান স্বামীর কোমর ধরে হেটে ভোগাই নদী পার হচ্ছিলেন। নদীর পাশের বাঙ্কার থেকে পাক আর্মির গুলি এসে লাগে তার স্বামীর মাথায়। স্বামী মারা যান। আমিরজান দেখেন রক্তে চারপাশের পানি লাল হয়ে গেছে। ছোট মেয়েটা ছিল বাপের কাঁধে। মেয়েটার মাথায়ও গুলি লাগে এবং আমিরজানের চোখের সামনেই মেয়ে আর স্বামী শেষ হয়ে যায়। বড় মেয়ের কোলে ছিল ছোট ছেলেটা। বড় মেয়ের বুকে গুলি লাগে এবং ছোট ছেলেটার গায়ে গুলির আঁচড় লাগে। কোনোরকমে ধরাবাঁধা করে সবাইকে নিয়ে নদীর ওপারে ওঠে সে। সেখানে বড় মেয়ে মারা যায়। এরপর আমিরজান বেঁচে থাকার জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছেন। কারণ স্বাধীনতার পর ফিরে এসে দেখেন ঘর বাড়ি সব পোড়া। ফলে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হলেন। সংসার চালাতে গিয়ে প্রায় সব জমিই বিক্রি করে দিয়েছেন তিনি। মানুষজনের কাছে চেয়ে চিন্তে ভাত যোগাড় করে সন্তানদের মুখে তুলে দিয়েছেন। এখনও সংগ্রাম করছেন। সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দেবার জন্য এখনও পরিশ্রম করেন। বর্তমানে তার তিন ছেলে, এক মেয়ে বেঁচে আছে। তিন ছেলের মধ্যে একজন বর্তমানে রূপালি ব্যাংক, জামালপুর, কসবা বাজার শাখায় পাহারাদার হিসাবে কর্মরত। এক ছেলে দর্জিগিরি করে এবং অন্যজন বৈলাগাড়ি চালায়। পুরো পরিবারটি অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থার মধ্যে দিনযাপন করছে। বাংলাদেশের গ্রামে এরকম হাজারো আমিরজান ছড়িয়ে আছে। যারা তাদের সব হারানোর মধ্যে দিয়ে একটি দেশের জন্ম দিয়েছিল। একজন আমিরজানকেও যদি আমরা সহযোগিতার হাত আড়িয়ে দিই, আমাদের ঋণের দায়ভার কিছুতো কমবে।

সঙ্কলনে সুরাইয়া বেগম